মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪০৮৫

পর্ব-২০: শিকার ও যাবাহ প্রসঙ্গে (كتاب الصيد والذبائح)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

الْفَصْلُ الثَّانِي

আরবী

وَعَن جابرٍ قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

বাংলা

৪০৮৫-[২২] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মাজূসীর কুকুরের শিকারকৃত জানোয়ার খেতে নিষেধ করা হয়েছে। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : তিরমিযী ১৪৬৬, ইবনু মাজাহ ৩২০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৪০৯।

হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ হলো, এর সনদে ‘‘হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত’’ নামে একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে, যে عَنْ (‘আন) দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসের মাঝে দলীল রয়েছে, কোন কাফির যদি কোন প্রাণী যাবাহ করে তাহলে তার যাবাহকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ না। অনুরূপভাবে যদি সে কোন প্রাণী পাঠিয়ে পশু শিকার করে তাহলেও তা খাওয়া বৈধ না।

শারহুস্ সুন্নাহয় আছে, যদি কোন মুসলিম অগ্নিপূজকের কুকুর নিয়ে শিকার করে তাহলে সেই শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ। কিন্তু যদি কোন অগ্নিপূজক মুসলিম ব্যক্তির কুকুর নিয়ে শিকার করে তাহলে সেই শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ হবে না। তবে যদি মুসলিম ব্যক্তি তা জীবিত অবস্থায় পায় তারপর তা যাবাহ করে তাহলে তা খাওয়া বৈধ। আর যদি কোন মুসলিম এবং অগ্নিপূজক উভয়ে অংশীদার হয়ে একটি কুকুর পাঠায় অথবা তীর নিক্ষেপ করে এবং সেই কুকুর বা তীর কোন প্রাণী শিকার করে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তা খাওয়া হারাম।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাবাহকারীর জন্য শর্ত হলো তাকে মুসলিম হতে হবে অথবা কিতাবী হতে হবে। যাবাহকৃত প্রাণীর গোশত ছাড়া অন্য যে কোন হালাল খাবার যে কোন কাফির থেকে খাওয়া যাবে। আর কিতাবধারীর যাবাহকৃত প্রাণী খাওয়ার জন্য শর্ত হলো তাকে অবশ্যই আল্লাহর নামে যাবাহ করতে হবে। এমনকি যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়ে মাসিহ (আ.) অথবা ‘উযায়র (আ.)-এর নামে যাবাহ করে তাও বৈধ হবে না।

আর কাফির বলতে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে কোন কিতাব দেয়া হয়নি। যেমন- অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক ইত্যাদি। কারণ তাদের কোন তাওহীদ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খন্ড, হাঃ ১৪৬৬)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=74808

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন